গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সামাজিক নিরাপত্তা অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

বিষয়: সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	জাহেদা পারভীন সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সভার তারিখ	:	১১ ডিসেম্বর ২০২৫
সময়	:	বেলা ০৩:৩০ টা
সভার স্থান	:	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সভাকক্ষ

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সদস্যগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি সবাইকে অবহিত করেন যে, জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (NSSS) ২০১৫-২০২৫ এর মেয়াদ সমাপ্তির পথে। এ কৌশলের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে ফোকাল পয়েন্ট সমন্বয় সভার আয়োজন করা হয়েছে। অতঃপর, সভাপতির অনুমতিক্রমে মোহাম্মদ খালেদ হাসান, অতিরিক্ত সচিব, সমন্বয়, আলোচ্যসূচি অনুযায়ী আলোচনা শুরু করেন।

২। আলোচনায় অংশ নিয়ে মোহাম্মদ খালেদ হাসান, অতিরিক্ত সচিব, সমন্বয়, বলেন, জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (NSSS) ২০১৫-২০২৫ এর মেয়াদকাল শেষ পর্যায়ে উপনীত হওয়ায় এর সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি, অর্জন, সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ পর্যালোচনা করা অত্যন্ত জরুরি। এই প্রেক্ষাপটে Research and Policy Integration for Development (RAPID) কর্তৃক পরিচালিত স্বাধীন চূড়ান্ত মূল্যায়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে অংশীজনদের অবহিত করা, Action Plan Phase-II (২০২১–২০২৬) অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি যাচাই করা এবং ভবিষ্যৎ জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় মতামত ও সুপারিশ সংগ্রহ করাই সভার মূল উদ্দেশ্য।

৩। ড. আব্দুর রাজ্জাক, চেয়ারম্যান, RAPID, জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (NSSS)-এর চূড়ান্ত মূল্যায়ন কার্যক্রমে র‍্যাপিডের ভূমিকা উল্লেখ করে বলেন, এই মূল্যায়ন কার্যক্রমে NSSS-এর দশ বছর মেয়াদি বাস্তবায়নকে Phase-I ও Phase-II-এই দুইটি ধাপে বিবেচনা করা হচ্ছে এবং কর্মসূচিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার উভয় দিককে সমান গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, বিবিএস-এর তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে দারিদ্র্য, ঝুঁকিপ্রবণতা ও বৈষম্যের পরিবর্তন বিশ্লেষণ করা হচ্ছে এবং অন্তর্ভুক্তি ও বর্জন ত্রুটি, ভাতার পর্যাপ্ততা ও আর্থিক সক্ষমতার বিষয়গুলো মূল্যায়নে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৪। তিনি বিশেষভাবে নারী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষার বিষয়ে আলোকপাত করেন এবং জানান যে, এসব বিষয় ভবিষ্যৎ কৌশল প্রণয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করবে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, এক মাসের মধ্যে একটি খসড়া চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করে তা সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সাথে পর্যালোচনার জন্য শেয়ার করা সম্ভব হবে।

৫। সভায় অংশগ্রহণকারীগণের আলোচনায় জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (NSSS) বাস্তবায়নের সার্বিক অগ্রগতি, সীমাবদ্ধতা ও ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (NSSS)-এর অধীনে কর্মসূচিগত ও নীতিগত সংস্কার-উভয় ক্ষেত্রেই অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। তবে কিছু ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত ফল এখনও অর্জিত হয়নি। বিশেষ করে Action Plan Phase-II (২০২১–২০২৬) অনুযায়ী নির্ধারিত কার্যক্রমসমূহ কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে, সে বিষয়ে মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক তথ্যসমূহ আরও সুসংহতভাবে উপস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

৬। আলোচনায় দারিদ্র্য, ঝুঁকিপ্রবণতা ও বৈষম্য পরিমাপের ক্ষেত্রে বিবিএস-এর তথ্য উপাত্তকে প্রধান ভিত্তি হিসেবে গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়, যাতে সময়ভিত্তিক তুলনা ও অগ্রগতি নিরূপণ করা সম্ভব হয়। একই সঙ্গে অংশগ্রহণকারীগণ বলেন যে, অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিবেদনসমূহ রেফারেন্স হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে মূল বিশ্লেষণে পদ্ধতিগত সামঞ্জস্য বজায় রাখার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন।

৭। সভায় নগরস্থ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি এবং নগরভিত্তিক সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তা বিশেষ গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয়। ভবিষ্যৎ সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে নগর দারিদ্র্য, অভ্যন্তরীণ অভিবাসন এবং শহরাঞ্চলের ঝুঁকিপ্রবণতাকে গুরুত্ব দিয়ে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়।

৮। আলোচনায় সিঙ্গেল রেজিস্ট্রি, ডায়নামিক সোশ্যাল রেজিস্ট্রি ও G2P পেমেন্ট ব্যবস্থার অগ্রগতি তুলে ধরা হয়। সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, টার্গেটিং ও দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সোশ্যাল রেজিস্ট্রি এবং ডায়নামিক স্যোশাল রেজিস্ট্রির ইতিবাচক প্রভাবের কথা উল্লেখ করা হয়। একই সঙ্গে টার্গেটিং উন্নয়ন, ডেটাবেজ সমন্বয় এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের MIS-এর মধ্যে সমন্বয় জোরদারের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা হয়। ভবিষ্যৎ কৌশলে নারীদের অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, প্রাক-শৈশব বিকাশ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাহিদা, এবং অভিবাসী কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষার বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। আলোচনায় এ বিষয়গুলোকে ভবিষ্যৎ NSSS-এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা হিসেবে বিবেচনা করার পক্ষে মতামত পাওয়া যায়।

৯। অতিরিক্ত সচিব, সমন্বয়, NSSS-এর মনিটরিং ও মূল্যায়ন ফ্রেমওয়ার্ক ব্যাখ্যা করেন। তিনি জানান, মূল্যায়নে Efficiency, Economic, Social, Education ও Nutrition-এই পাঁচটি মূল সূচক অনুসরণ করা প্রয়োজন। তিনি সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে Action Plan Phase-II অনুযায়ী হালনাগাদ তথ্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিত রেখে RAPID-কে প্রদানের অনুরোধ জানান।

১০। সভাপতি তার সমাপনী মন্তব্যে জানান, জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (NSSS)-এর চূড়ান্ত মূল্যায়ন ও ভবিষ্যৎ কৌশল প্রণয়নে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সক্রিয় সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মূলত NSSS বাস্তবায়ন থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা, চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশসমূহ ভবিষ্যৎ জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে যথাযথভাবে বিবেচনায় নেওয়া হবে।

১১। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়—

১. জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (NSSS) এর চূড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ Action Plan Phase-II (২০২১–২০২৬) অনুযায়ী হালনাগাদ অগ্রগতি, অর্জন ও সীমাবদ্ধতা সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করবে।

২. RAPID কর্তৃক প্রস্তুতকৃত খসড়া চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন সম্ভাব্য দ্রুত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সাথে শেয়ার করতে হবে এবং প্রাপ্ত মতামতের আলোকে প্রতিবেদনটি পরিমার্জন করা হবে।

৩. মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক অথবা থিমেটিক ক্লাস্টারভিত্তিক পরামর্শ সভা (প্রয়োজনের আলোকে) আয়োজনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় মতামত ও তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

১২। পরিশেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

Zahede
১৮.১২.২০২৫
(জাহেদা পারভীন)
সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার